

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ধর্মপালনের মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা যায়। এ পুস্তকের পঠিত অধ্যায়সমূহ থেকে আমরা জেনেছি, নৈতিকতা গঠনে ধর্ম খুবই সহায়ক। এ ছাড়া ত্যাগ-তীতিক্ষা ও দয়ার মতো নৈতিক গুণের দৃষ্টান্তমূলক ধর্মীয় উপাখ্যানের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। এ অধ্যায়ে আমরা উদারতা, পরোপকার, সেবা, সংসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধসমূহ এবং এগুলো অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হব। নৈতিকতার পাশাপাশি মাদকাসক্তির মতো একটি অনৈতিক কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকার উপায় সম্পর্কে জেনে এ কাজকে আমরা ঘৃণা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উদারতা, পরোপকার, সেবা, সংসাহস, পরমতসহিষ্ণুতা এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুশীলনের গুরুত্ব ও গঠনের উপায় বর্ণনা করতে পারব
- মাদক ও মাদকাসক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক সেবন অনৈতিক কাজ— ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব
- সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

২. অনিমেঘ একজন উদ্যমী ও প্রাণবন্ত যুবক। পাড়ার অন্য ছেলেদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজ করে। গ্রামের লোকের অর্থসংস্থানের জন্য তারা একটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গ্রামে শিক্ষাবিজ্ঞানের জন্য ছোটদের পাঠশালা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে তোলে। মানুষের বিপদে-আপদেও নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা করে। এছাড়া মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সম্মিয়ার পর কাজের অবসরে ছেলেদের নিয়ে গ্রামে নামসংকীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করে। এভাবে অনিমেঘ ও তার সমিতির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনিমেঘ তৃপ্ত এই ভেবে যে, সৎচিন্তা ও কাজের মাধ্যমে পাড়ার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে পেরেছে।

- ক. স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরু কে ?
- খ. ‘জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা’- ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনিমেঘের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের কোন শিক্ষার সাথে মিল রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘সৎচিন্তা ও কাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব’ – কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রতিফলন – মূল্যায়ন কর।

৪. বনশ্রীর আচরণিক বৈশিষ্ট্য নিচের কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের মিল খুঁজে পাই ?

- | | |
|------------|------------------|
| ক. মীরাবাই | খ. সারদাদেবী |
| গ. শচীদেবী | ঘ. শ্যামাসুন্দরী |

৫. সমাজজীবনে উক্ত মহীয়সী নারীর শিক্ষা হলো –

- জগৎকে আপনার করতে শেখ, কেউ পর নয়
- সাধন ভজন প্রথম জীবনেই করে নেবে।
- যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৬. উক্ত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের মিল রয়েছে –

- দ্বিজেন সমাজের সকলকেই আপন মনে করে।
- মালা বাল্যকাল থেকেই নিষ্ঠার সাথে জীবসেবা ও ধর্মকর্ম করে।
- সংসারে অশান্তির কারণে কমল সংসার ত্যাগ করল, কিন্তু শান্তি পেল না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অধ্যাপিকা চিত্রলেখা কৃষ্ণভক্ত, অত্যন্ত মেধাবী ও অমায়িক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সন্তানের বিয়ে অন্য বর্ণে সম্পন্ন করেছেন। তিনি সবসময় মানুষের ও সমাজের উন্নতির কথা ভাবেন। উদারতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে হাসিমুখে জয় করেন। তাঁর এই নিরহংকার আদর্শ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেকোনো বাধাবিপত্তি আসলেও তিনি তা হাসিমুখে জয় করেন।

ক. মহাপুরুষ কাকে বলে ?

খ. কৃষ্ণভক্তনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার— বাণীটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কোন দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিরহংকার আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করে— উদ্দীপক ও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রভু জগদ্বন্দ্বুর কয়েকটি উপদেশ

১. এটা প্রলয়কাল, নাম সংকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর।
২. ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।
৩. বৃথা বাক্যব্যয় দুর্ভাগ্য। পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা, পরনিন্দা ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখ, পরচর্চা নিষেধ।

শিক্ষা : প্রভু জগদ্বন্দ্বুর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, সব মানুষ সমান, কেউ উঁচু-নীচু নয়। কোনো মানুষই ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য নয়। সমাজে সকলেরই সমান অধিকার। পিতা-মাতাকে কষ্ট দিতে নেই। সাধন করতে সংসার ত্যাগ করা লাগে না। পরনিন্দা, পরচর্চা ভালো নয়। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। এই শিক্ষাগুলো আমরাও আমাদের জীবনে মেনে চলব।

একক কাজ : প্রভু জগদ্বন্দ্বুর উপদেশসমূহ কীভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে ?
দলীয় কাজ : তোমাদের জানা কোনো মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শ্রীকৃষ্ণহৃদে কলীয়কে দমন করেছিলেন।
২. শচীদেবী বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন।
৩. ক্লাসে নরেন্দ্রনাথের আচরণে প্রকাশ পায়।
৪. জমিদার দুর্গাচরণের অনুসরণে আমরা গুণীর করব।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সঙ্গে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শ্রীকৃষ্ণ	নির্ভীকতা
২. নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়	নিজের দোষ দেখা
৩. শান্তির ভয় না করে সত্য প্রকাশ করাকে বলে	রামপ্রসাদ
৪. মনোমালিন্য রোধ করার ভালো উপায় আগে	যুক্তিখণ্ডনের দ্বারা
৫. 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন	দিব্যজ্ঞানের অধিকারী
	দুর্গাচরণ

জীব সেবা করবে। কেননা প্রত্যেক জীবের মাঝে ঈশ্বর বিদ্যমান। তাই বৃক্ষ-লতা, পাখ-পাখালি পরিচর্যা করাও সেবার অংশ। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

পারিবারিক জীবনে তথা সামাজিক জীবনে সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে যথাযথভাবে সেবা করা উচিত। সমাজের প্রত্যেক মহান ব্যক্তিই সেবাপরায়ণ। চিকিৎসক রোগীকে সেবার মাধ্যমে সুস্থ করলে সেখানেই তার সার্থকতা। গরিব-দুঃখী, অনাথকে সেবা করলে মূলত ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। মাতৃভূমি আমাদের মা। মায়ের মতো মাতৃভূমিকে আমাদের সেবা করতে হবে।

আমরা পরিবারের সকল সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজন, সমাজের সবাইকে সাধ্যমতো সেবা করব। বৃক্ষ-লতাসহ প্রতিটি জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করব। বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকব।

পাঠ ৫ : সৎসাহস

সাহস শব্দটির মানে হচ্ছে ভয় না পেয়ে কোনো কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া। নিজের বিপদ হবে জেনেও কল্যাণকর কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে প্রবৃত্তি, তার নাম 'সৎসাহস'। জীবনে চলার পথে সৎসাহস দেখানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সৎসাহস মনোবল বাড়ায়। নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখায়। সবল যখন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহসী দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ান। তার জন্য লড়াই করেন।

মহাভারতে আছে, বালক অভিমন্যু সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সৎসাহস দেখানোর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দেশকে রক্ষার জন্য সৎসাহস দেখিয়েছিলেন জনা, প্রবীর, বিদূলা প্রমুখ।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা তৎকালীন পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রবল বেশি ছিল না। কিন্তু তাঁদের বুকে ছিল সৎসাহস। তাই সৎসাহস দেশপ্রেমিকেরও একটি বৈশিষ্ট্য। সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ এবং একটি নৈতিক গুণ।



অভিমন্যু

একক কাজ : সৎসাহস প্রদর্শনের চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তোমার ভূমিকা কী হওয়া উচিত লেখ।

পাঠ ৬ : পরমতসহিষ্ণুতা

আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, জগৎ-জীবন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা আছে। নিজস্ব মত আছে।

ফর্ম-১০, হিন্দুধর্ম শিক্ষা-৭ম শ্রেণি

আমার যেমন নিজস্ব মত আছে, তেমনি অন্যেরও নিজস্ব মত আছে। কিন্তু সাধারণত আমরা আমাদের নিজ নিজ মতকেই বড় করে দেখি। অন্যের মতের গুরুত্ব দিই না। অন্যের মত উপেক্ষা করি। আর এর ফলে আমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধ হানাহানি পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু আমরা যদি অন্যের মতের সারবত্তা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে কোনো বিরোধ ঘটে না। বরং সকলের মঙ্গল হয়।

এই যে অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করা, অন্যের মতের প্রতি সহনশীল হওয়া, একেই বলে পরমতসহিষ্ণুতা।

পৃথিবীতে অনেক মত, অনেক পথ আছে। ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। সকল মত ও পথকে, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব সহজ করে বলেছেন : যত মত, তত পথ। উপাস্যের নাম এবং উপাসনা ও জীবনাচরণের পদ্ধতির মধ্যে বিশিষ্টতা বিভিন্ন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আসলে উদ্দেশ্য সকলেরই এক। তা হচ্ছে সৃষ্টির কৃপা লাভ এবং জীব ও জগতের কল্যাণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাত্ত্বতৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্তমানবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥৪/১১)

অর্থাৎ যে যেভাবে বা যেরূপে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি। হে পার্থ (অর্জুন), মানুষেরা সকল প্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

পরমতসহিষ্ণুতা সমাজের শৃঙ্খলার অন্যতম উপাদান। পরের মতকে স্বীকৃতি না দিলে এক মতের সাথে অন্য মতের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। কেবল নিজের ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে, অন্য ধর্মমতের অনুসারীদের খাটো করা হবে।

এ রকম মতান্ধতা জন্ম দেয় ধর্মান্ধতার। আর ধর্মান্ধতা পরিণত হয় গৌড়ামিতে— হিংস্র সাম্প্রদায়িকতায়। সুতরাং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ, ধর্মেরও অঙ্গ।

একক কাজ : সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

পাঠ ৭ : উদারতা, পরোপকার, সেবা, সংসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা— এ নৈতিক গুণগুলো অনুশীলনের গুরুত্ব ও উপায়

উদারতা মানুষকে মহান করে। পরোপকার করলে সমাজের মঙ্গল হয়। উদার ব্যক্তির একটি গুণও আবার পরোপকার করার মনোভাব। অন্যদিকে পরোপকার করা উদার ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িত।

উদারতা ও পরোপকারের মধ্য দিয়ে ধর্ম পালিত হয় এবং নৈতিকতা অর্জন করা যায়। জীবকে সেবা করলে স্বয়ং ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

সংসাহস হচ্ছে ভালো কাজে সাহস দেখানো। দুষ্কের দমন, ন্যায়বিচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংসাহসের প্রয়োজন।

পরমতসহিষ্ণুতা সম্প্রীতি ও শান্তি স্থাপনের অন্যতম উপায়। পরমতসহিষ্ণুতা সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখে। যখনই পরমতসহিষ্ণুতার অভাব ঘটে, তখনই উদ্ভব ঘটে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার। সুতরাং শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় কাজ : ‘উদারতা, পরোপকার, সংসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতাই ব্যক্তিচরিত্রকে উন্নত করে’—
উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ৮ : মাদক সেবন অনৈতিক কাজ

এবার একটি অনৈতিক কাজের কথা বলব, যা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। তা হলো মাদক সেবন। মাদক হচ্ছে এমন কিছু জিনিস, যা নেশার সৃষ্টি করে। যেমন – বিড়ি, সিগারেট, তামাক, মদ, গাঁজা, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এছাড়া ঘুমের ওষুধ নামক চেতনাশিথিলকারী কিছু ওষুধও মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় মাদক দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীলতা এবং মাদক গ্রহণের ঐকান্তিক আগ্রহ।

মাদক সেবন ও অনৈতিক কাজ

মাদক সেবন একটি অনৈতিক কাজ। মাদকসেবন ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি করে এবং পরিবার ও সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনে।

দৈহিক ক্ষতি

মাদকসেবন করলে নানা রকমের রোগ হয়। যেমন – খাবারে অরুচি, বদহজম বা হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, অপুষ্টি, শ্বাসনালির ক্ষতি, স্থায়ী কফ ও কাশি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার প্রভৃতি।

এ ছাড়া হৃদরোগও হতে পারে। কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মানসিক ক্ষতি

মাদক সেবনে নেশা হয়। মাদকাসক্ত অবস্থায় বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। তখন মাদকসেবী না-করতে পারে, এমন কোনো কাজ নেই।

আর্থিক ক্ষতি

মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য মাদকসেবীকে প্রতিদিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ অর্থ যোগাড় করতে মাদকসেবী মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। কখনও কখনও অসদুপায় অবলম্বন করে মাদকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। সুতরাং মাদক সেবন এমন একটি অনৈতিক কাজ, যা আরও অনেক অনৈতিক কাজে লিপ্ত করে।

মাদক সেবনে পরিবার ও সমাজের অমঙ্গল হয়। পরিবারে শান্তি থাকে না। মাদকসেবী কখন কী করে বসে তার জন্য পরিবারের সকল সদস্য উদ্বেগ থাকে। সমাজেও এর প্রভাব পড়ে।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদক সেবন বা নেশা করা মহাপাপ। মাদকসেবী মহাপাপী। কেবল তা-ই নয়। মাদকসেবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা চলাও মহাপাপ। সুতরাং মাদকাসক্তি থেকে আমরা বিরত থাকবই।

মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায় হচ্ছে :

১. মাদকসেবন মহাপাপ— ধর্মীয় এ অনুশাসন মেনে চলা।
২. মাদক সেবন অনৈতিক কাজ— সুতরাং নৈতিক দিক থেকেও আমরা মাদক গ্রহণ করব না।
৩. মাদকসেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না-করা বা সম্পর্ক না-রাখা।
৪. প্রতিজ্ঞা করা :
মাদককে না বলব,
নীতিধর্ম মেনে চলব।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে করতে হয়।
২. উদারতা মানবচরিত্রকে করে।
৩. সংসাহস বাড়ায়।
৪. পরমতসহিষ্ণুতা সমাজে প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান।
৫. 'মাদক সেবন মহাপাপ' —এ ধর্মীয় অনুশাসন চলব।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিকতায়	আত্মতৃপ্তি আছে
২. উদার চরিত্রের ব্যক্তিদের কাছে	নানারকমের রোগ হয়
৩. পরোপকার করার মধ্যে এক ধরনের	অন্যতম উৎস
৪. মাদক সেবন করলে	পৃথিবীর সকলেই ইষ্টকুটুম সীমাবদ্ধ নয়

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. 'নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় শুভ চেতনাকে জাগ্রত করে'— উক্তিটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
২. উদারতার ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. কীভাবে পরোপকার করা যায় ? দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা কর।
৪. ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সংসাহসের গুরুত্ব দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।
৫. মাদক সেবনে দেহের কী ক্ষতি হতে পারে ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে উদারতা অনুশীলনের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।
৩. সমাজজীবনে পরোপকারের উপায় চিহ্নিত করে প্রয়োগ দেখাও।
৪. মাদক সেবনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আত্মত্যাগের নৈতিক চেতনাকে কী বলে ?

- ক. পরোপকার
গ. সত্যবাদিতা

- খ. উদারতা
ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

২. সৎসাহস বলতে বোঝায় –

- i. কোনো কাজে ভয় না-পাওয়া
- ii. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদ মোকাবেলা করা
- iii. দুর্বলের পক্ষে ন্যায়ের জন্য লড়াই করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৩. ‘যত মত, তত পথ’- এটি কার বাণী ?

- ক. শ্রী রামচন্দ্র
- খ. শ্রী রামকৃষ্ণ
- গ. শ্রী বিজয় কৃষ্ণ
- ঘ. শ্রী রামপ্রসাদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাধন মুখার্জী গত দুর্গোৎসবে বিজয়াদশমীর দিন মধ্যাহ্নভোজে গ্রামের সকল স্তরের মানুষকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাদের সাথে বসে তিনিও আহার করেন। এতে প্রতিবেশি সুখেন চক্রবর্তী মুগ্ধ হয়ে তার আচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হন।

৪. সাধন মুখার্জীর আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ?

- ক. ক্ষমা
- খ. সৎসাহস
- গ. উদারতা
- ঘ. পরোপকার

৫. উক্ত গুণটির অনুশীলনে সুখেনের করণীয় –

- ক. ভুলের জন্যে কাউকে শাস্তি না- দেওয়া
- খ. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদ মোকাবেলা
- গ. সকল মানুষকে সমান মর্যাদা প্রদান
- ঘ. পরের মজালাে স্বার্থ ত্যাগ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে পূরবী দত্তের সুখের সংসার। তার স্বামী প্রবাসে চাকুরি করেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিবারের বিভিন্ন কাজ যেমন- সন্তানের শিক্ষা, সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এতে পরিবারের সবাই তাকে পছন্দ ও শ্রদ্ধা করে।

ক. ধর্মের কয়টি লক্ষণ রয়েছে ?

খ. 'ধর্ম হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার একটি উপায়'— ব্যাখ্যা কর।

গ. পূরবী দত্তের চরিত্রে যে নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে— তা নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পরিবার ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নে উক্ত গুণটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ ।

– শ্রী রামকৃষ্ণ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।